বিষ্ণু'র লীলা বোঝা ভার !

গত ২৩শে ডিসেম্বর রাতে বিষ্ণু মূর্তি চুরি হয়েছে। আট-দশ জন দূবৃর্ত্ত তাকে জোড় করে ধরে নিয়ে একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে পিকআপ ভ্যানে করে ঢাকার অদূরে উত্তরায় নিয়ে যায়। সেখানে সেই দলের আরো কয়েকজন লীডার বিষ্ণুর বস্ত্র খুলে শরীরের নানা ভাঁজ পরীক্ষা করে। দলের সদস্যরা সেই শরীরের ভাঁজের, দেহের বাজার মূল্য নিয়ে বচসায় নামে। দলের সদ্যসরা পালা করে বিষ্ণুকে উলঙ্গ করে তার সারা শরীর পরখ করে অতপর তারা একমত হন যে এই দেহ বেশী মূল্যে বাজারে বিক্রি করতে পারবে না। দলের নেতার আদেশে বিষ্ণুর দেহ পরখ করার পর তা টুকরো টুকরো করে কেটে ময়লার ডাষ্টবিনে ফেলে দেয়া হয়। মিউনিসিপ্যালিটির ময়লার ট্রাক সেই টুকরো দেহগুলো নিয়ে ফেলে দেয় ঢাকার অদূরে সাভারের বলিয়াপুরের ডাম্পিং স্পটে ।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এই বিষ্ণু মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছিল বগুরার কিচক এলাকায়। প্রায় হাজার বছরের পুরান এই মূতির্টির পালক পিতা মাতা ছিল ঢাকার যাদুঘর। মূতিগুলো হঠাৎ করেই অন্য দেশের মাস্তানদের চোখে পড়ে। তারা মূর্তিগুলো নিয়ে ব্যবসার ফন্দি আটে। মূর্তিগুলোর পালক পিতা-মাতাকে বোঝানো হয় যে এই মূর্তিগুলো বিদেশে নিয়ে গ্যালে অনেক মানুষ তাকে দেখবে এবং তাদের সবার ভাগ্য খুলে যাবে। ঢাকা যাদুঘর আর সংস্কৃতি মন্ত্রনালয় না বুঝলেও মূর্তিগুলোর শুভাকাঙ্খীরা বুঝতে পেরেছিল কি সর্বনাশটা হতে চলেছে। বিষ্ণু তো ভগবান। উনিও বুঝেছিলেন। যাদুঘরের কাছে আকুতি, কোর্টের আদেশ সব কিছু এড়িয়ে শেষ পযর্ন্ত মূতিগুলো গিমে যাদুঘরে পাঠানোর ব্যবস্থা হলো। রক্ষক যেন ভক্ষক হয়ে উঠেছে। পালক পিতা-মাতা ভোর সকালে সবার অগোচরে বিষ্ণুমূর্তি পাচারকারীদের ট্রাকে তুলে দেয়। বিষ্ণু তখন গভীর ঘুমে। প্লেনে উঠার আগে -মূর্তিটি হাত বদল হলো। দূর্বৃত্তরা দলের নেতাকে একবার 'মাল'টি দেখাতে চাইলো। নিয়ে গেল উত্তরায় এবং বিষ্ণুমূর্তি নিয়ে ব্যবসা শুরুর আগে- দলের সদস্যরা তাকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠলো। দলের নেতা বিষ্ণুকে উলঙ্গ করে তার দেহ পরখ শেষে -তা টুকরো টুকরো করে কেটে ডাষ্টবিনে ফেলে দিতে বললো। দলের বাকি সদস্যরা সব নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো।

বাংলাদেশ সব সম্ভবের দেশ। কিন্তু তারপরও জানতে ইচ্ছে করে যারা এই মুর্তিগুলোর রক্ষক ছিলেন তারা নিশ্চয় কোন সন্তানের পিতা-মাতা। তারা কি তাদের নিজেদের সন্তানদের এইভাবে দূর্বত্তদের হাতে তুলে দিতে পারতেন? শোনা যায়- যে বেশ কিছু কর্মকর্তাদের মোটা অংকের টোপ দেয়া হয়েছিল। আচ্ছা ঐ টোপ দিয়ে কি তাদের ঘরের মেয়েদের এইভাবে পাচার করা যেত? যেত না। কারন ওরা নিজের ঘরের মেয়ে। আর বিষ্ণুমূর্তি তো নিজের নয়। ওটা যাদুঘরের, ওটা নিজের নয়। এই মানুগুলো কেবল চাকরী করে গ্যাছে- কখনও এই অমূল্য সম্পদ নিয়ে গর্ব বোধ করেনি। তা না হলে- এমন হটকারী সিদ্ধান্ত কি করে নেয়? কাল যদি কোন দেশ আমাদের 'শহীদ মিনার' আর 'জাতীয় স্মৃতিসৌধ' টুকরো করে বাক্সে ভরে প্রদর্শনীর নামে অন্য দেশে নিয়ে যেতে চায়- আমরা কি একই ভাবে 'হোমবাউন্ড কুরিয়ার সার্ভিস'কে দায়িত্ব দিব?

যাদুঘর আমাদের সংস্কৃতির 'সেফটি ভোল্ট'। সংস্কৃতি মন্ত্রনালয় সেই 'সেইফটি ভোল্ট' এর 'সিকিউরিটি গার্ড'। দেশের আইন তাদের ক্ষমতা দিয়েছে সেই অমূল্য সম্পদকে রক্ষা করার। কারন আমরা সংস্কৃতিহীন কোন জাতি নই। সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের সচিব আব্দুল হক চৌধুরী কোন অধিকারে এ অমূল্য সম্পদগুলো পাঠানোর জন্য ব্যক্তিগত হলফনামা দিলেন? তারমানে কি উনি ভেবেছিলেন যেএগুলো উনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ?

আফগানিস্তানে যখন তালিবান দাপটের সাথে ধর্মের নামে হাজার বছরের বুদ্ধুর মূর্তি ভেঙ্গে ফেলছিল- আমি মনে প্রানে প্রার্থনা করেছি - আমাদের দেশে যেন এই অশুভ প্রক্রিয়াটির শুরু না হয়। শেষ পযর্ন্ত হলো- তবে ধর্মের নামে নয়, লোভের আশায়। সবাই যখন প্রতিবাদ মুখর, সব কিছু তোয়াক্কা না করে যখন মূর্তিগুলো দেশের বাইরে পাঠানো হচ্ছিল- তখন এই ভগবান বিষ্ণুই আমাদের রক্ষা করলেন। ভগবান বিষ্ণু ভেবেছিলেন তার দশ অবতার হয়ত তাকে রক্ষা করবেন। কিন্তু যাদুঘর আর সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের 'দশ ভক্ষক কর্মকর্তাদের' যা করার কথা ছিল- তা করেননি। তাই ভগবান বিষ্ণু নিজেই নিজেকে ২৪ খন্ডে টুকরো করে বাঁচিয়ে দিলেন আমাদের সভ্যতা আর সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। ভগবানের লীলা বোঝা ভার!

ভগবান বিষ্ণু তার কাজ করেছেন। এবার বাকি কাজটি আমাদের করা উচিত। কেবল পদত্যাগ করে দায়িত্ব মুক্ত হওয়া যায় না। আমরা নিশ্চিত জানতে চাই এই ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের কি শাস্তি হোল? শাস্প্রাপ্তদের ছবি 'সভ্যতার বড় শত্রু' হিসাবে যাদুঘরে ঝুলিয়ে রাখা হোক।

জন মার্টিন

অভিনেতা, নির্দেশক, নাট্যকার

probashimartins@gmail.com